আহলুল বাইত (আ.)-এর বাণী ও শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করা

লেখকঃ এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ মাক্তাব-এ সাকালাইন

আহলুল বাইত (আ.)-এর বাণী ও শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করা

লেখকঃ এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃমাক্তাব-এ সাকালাইন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
القرآن الكريم
AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
أهل البيت
AHLUL BAYT
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়াএ ওয়াল মুরসালীন, মুহাম্মদিন ওয়া আলিহিল আতয়াবীনাল আতহারীন।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সিরাতুল মুস্তাকীম এবং উপহার দিয়েছেন আল-কুরআন ও আহলুল বাইত (আ.)-এর পবিত্র পথ। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র বংশধর, মাসুমীন আইম্মাহ (আ.)-এর ওপর।

‘মাকতাব-এ সাকোলাইন’ কেবল একটি নাম নয়, বরং এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বিখ্যাত হাদিসে সাকোলাইনের অমিয় আহ্বানের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শিক প্রয়াস—যেখানে কুরআন ও আহলুল বাইত (আ.)-কে মানবজাতির জন্য হেদায়েতের দুটি অবিচ্ছেদ্য আলোকবর্তিকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল ও আধুনিক যুগে যেখানে সত্যের বিকৃতি, অপপ্রচার এবং রায়-কিয়াসের বিভ্রান্তি চতুর্দিক থেকে মানুষকে ঘিরে ধরেছে, সেখানে মাসুমীনদের (আ.) মুখনিঃসৃত বিশুদ্ধ হাদিস, নস ও আমানতকে কোনোপ্রকার বিকৃতি ছাড়াই মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই মাকতাব-এ সাকোলাইনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকার।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আসহাবুল আখবার, প্রবীণ রাবী ও পূর্বসূরি শিয়াগণ নিজেদের প্রাণ, রক্ত ও কষ্টার্জিত সম্পদ ওয়াকফ করে মাসুমদের (আ.) বাণীসমূহ সংকলন করেছেন। তাঁরা উসুলু আরবাআমিআহ থেকে শুরু করে কুতুবে আরবাআ (আল-কাফী, মন লা ইয়াহদুরুহুল ফকীহ, তাহজীবুল আহকাম, আল-ইস্তিবসার) এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে আমাদের জন্য অকাট্য দ্বীনি আমানত রেখে গেছেন। আজ আমাদের দায়িত্ব কেবল কয়েকটি সামাজিক প্রথা বা নির্দিষ্ট আযাখানার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকা নয়; বরং পুরো বিশ্বের অনুসন্ধিৎসু মানুষের সামনে আহলুল বাইতের (আ.) সুন্নাহ, সুনিশ্চিত রেওয়ায়াত ও উজ্জ্বল জীবনচরিত তুলে ধরা।

সেই সুমহান খোদায়ী দায়িত্ববোধ থেকেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—আহলুল বাইত (আ.)-এর বাণী ও শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করা লেখনি পাঠকবন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া। বইটিতে সংকলিত প্রতিটি অধ্যায় ও রেওয়ায়াত যেন মুমিনদের জন্য হেদায়েতের আলো, অন্তরের প্রশান্তি এবং আহলুল বাইতের (আ.) মারেফাত অর্জনের মাধ্যম হয়—এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা এই সামান্য খেদমতকে সদকা-ই জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের সকলকে ইমামে জামানা *(আ.)*-এর খাঁটি আনসার ও আহলুল বাইতের সত্যের প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার তৌফিক দান করুন।

ওয়ামা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

নিবেদক**,**

‘আমিন**-**এ মাকতাব**-**এ সাকোলাইন**’**

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

আমদের মাওলা ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস-সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ফুজাইল ইবনে ইয়াসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "হে ফুজাইল! তোমরা কি একসাথে বসো এবং আলোচনা-কথোপকথন করো?" তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হই। ইমাম সাদিক (আ.) বললেন: "নিশ্চয়ই আমি এ ধরনের মজলিস পছন্দ করি। সুতরাং তোমরা আমাদের বিষয় ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করো; আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের হাদিস ও আম্রকে পুনরুজ্জীবিত করে।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃষ্ঠা ২৮২, হাদিস নং ১৪।]

শরীয়তের উৎসসমূহ:

পবিত্র কুরআনের পর মাসুমীনদের (আ.) হাদিস ও রেওয়ায়াতই হলো ইসলামী শরীয়তের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। মাসুমীনদের নির্দেশ ও হাদিসই কুরআনের আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ ও তাফসির স্পষ্ট করে এবং কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে। কারণ আহলুল বাইতের ব্যাখ্যা ও হাদিস ছাড়া কুরআনের স্বকীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। মহান আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব তাঁর নবী (সা.)-এর ওপর অর্পণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন:

(لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) "মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যেন আপনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেন।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪।]

অতএব, কুরআনকে ব্যাখ্যা করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলা সম্পূর্ণভাবে মাসুমীনদের সুন্নাহ ও হাদিসের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই দ্বীনের সব আহকাম (বিধান) ও আইন-কানুন সরাসরি গ্রহণের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের পর মাসুমীনদের বর্ণিত হাদিসই মূল দলিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম এবং অনুমোদনশরীয়তের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা হুজ্জাত; যা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

তবে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে এতে বিচ্যুতিকারী মতভেদ দেখা দিয়েছে: তারা মনে করে সুন্নাহ কেবল রাসূল (সা.)-এর সাথেই সীমাবদ্ধ, অথবা তা সাহাবিদের ব্যক্তিগত মতামত পর্যন্ত বিস্তৃত।

যেমন আল্লামা শাতিবীসহ অপরাপর আলেমরা মনে করেন, সুন্নাহর পরিধি সাহাবিদের কর্ম ও উক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা রাসূলের সুন্নাহর পাশাপাশি সাহাবিদের উক্তি, কাজ ও অনুসিদ্ধান্তকেও শরীয়তের দলিল বানিয়ে নিয়েছে।

আবার অন্য অনেকে সাহাবিদের ব্যক্তিগত রায়, কিয়াস বা ইজতিহাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করে তাদের উদ্ভাবিত মাযহাবকে বিধান অনুসন্ধানের উৎস বানিয়েছে। অথচ

মাসুমীনদের সুস্পষ্ট নস বা হাদিস ছাড়া অন্য কারো রায়, ইজতিহাদ কিংবা কিয়াস শরীয়তে সম্পূর্ণ বাতেল ও নিষিদ্ধ।

আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস হলো, 'সুন্নাহ' ও 'হাদিস' কেবল মাসুমীন আহলুল বাইতের (আ.) থেকে প্রাপ্ত রেওয়ায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের কথা, কাজ এবং অনুমোদন সরাসরি সুন্নাহ—ঠিক যেমনটি তাঁদের পিতামহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্পষ্ট নস (হাদিস) দ্বারা প্রমাণিত যে, দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে কেবল তাঁদের হাদিসের দিকেই ফিরে যেতে হবে। যেহেতু রাসূল (সা.) আমাদের কেবল তাঁদের কথা ও রেওয়ায়াত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্য কারো ব্যক্তিগত রায় বা ইজতিহাদ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, তাই তাঁদের বর্ণিত প্রতিটি হাদিসই মূল শরীয়ত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন: «إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দুটি মহামূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি: আল্লাহর কিতাব এবং আমার ইতরাত (আহলুল বাইত/বংশধর)।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ১৪৭, হাদিস নং ১১১১।]

অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'ইতরাত' (পবিত্র আহলুল বাইত)-কে আল্লাহর কিতাবের অবিকল সমকক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এর স্পষ্ট বার্তা হলো— পবিত্র ইতরাতের প্রত্যক্ষ কথা, কাজ এবং অনুমোদনই শরীয়তের মূল সুন্নাহ ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (হুজ্জাত)। ফলে আমরা যখন দ্বীনের যেকোনো আহকাম বা শিক্ষা গ্রহণ করি, তা সরাসরি আহলুল বাইত (আ.)-এর পবিত্র হাদিস থেকেই গ্রহণ করি। এর মাধ্যমে আমরা এমন এক সুনিশ্চিত ঐশী দলিলের ওপর ভরসা করি, যার ওপর ভিত্তি করে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে জবাবদিহি করা সম্ভব। সুতরাং আহলুল বাইত (আ.)-এর কুতুবে আরবাআসহ ও হাদিসের আরও গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রতিটি বিধান, মূলনীতি ও শিক্ষা সরাসরি শরীয়তের নিশ্চিত রূপ। (তবে তাকাইয়া সম্পন্ন হাদিস ব্যতিত কেননা সেটি আহলেবাইত (আ) কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন)

এখানে মানবসৃষ্ট যুক্তি বা আকল দিয়ে কোনো আলোচনার অবকাশ নেই যে— আহলুল বাইতের কথা দলিল কি না; কারণ রাসূলের (সা.) স্পষ্ট নস দ্বারাই এটি প্রমাণিত ও নির্ধারিত। আর এই সুনির্দিষ্ট নীতি বিদ্যমান থাকার পর, প্রধান কিতাবসমূহে মাসুমীন (আ.) থেকে বর্ণিত হাদিস ও রেওয়ায়াত আমাদের কাছে

পৌঁছামাত্রই কোনোপ্রকার আকলি ও যুক্তিভিত্তিক তর্ক ছাড়াই তা সরাসরি মেনে চলা প্রতিটি মুমিনের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

আহলুল বাইত (আ.)-এর বর্ণিত হাদিস ও সরাসরি নির্দেশনাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ওয়াজিব নির্দেশ হলো— আহলুল বাইতের স্মরণ ও তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। এটি কোনো মানবসৃষ্ট প্রথা, রায় বা সামাজিক প্রচলন নয়; বরং তা সরাসরি মাসুমীনদের (আ.) হাদিসের স্পষ্ট নস ও আদেশ থেকে গৃহীত। তাই আহলুল বাইতের জিকির ও তাঁদের সম্পর্কিত সময়গুলোকে জীবন্ত রাখা আমাদের জন্য সরাসরি হাদিসের আনুগত্য ও ইবাদত।

এখন কেউ যদি আহলুল বাইতকে শরীয়তের উৎস মনে না করে তাঁদের হাদিস বর্জন করে এবং অন্যদের ব্যক্তিগত রায় বা ইজতিহাদ অনুসরণ করে— তবে সে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমাদের নিকট যখন মাসুমীনদের সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁদের বাণীই মূল শরীয়ত, তখন আমরা তাঁদের হাদিসের ওপর আমল করতে বাধ্য। আর তাঁরাও হাদিসের মাধ্যমে আমাদের এই কাজেরই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

আহলুল বাইত (আ.) থেকে অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা তাঁদের জিকির পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ দেয়; যেমন এই হাদিসটি, যা উল্লেখ করে আমরা বরকত হাসিল করেছি। এটি ফুজাইল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি মাসুমীনদের রেওয়ায়াত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইমাম বাকির (আ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন এবং পরবর্তীতে ইমাম সাদিক (আ.)-এর পবিত্র দরবার থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। ইমাম সাদিক (আ.) যখনই ফুজাইল ইবনে ইয়াসারকে আসতে দেখতেন, বলতেন: "সাবাশ! বিনীতদের সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই ফুজাইল ইবনে ইয়াসারের পদস্পর্শে পৃথিবী আনন্দিত হয়।" এমনকি ইমাম ফুজাইলকে দেখে এও বলতেন: "যে ব্যক্তি জান্নাতী কোনো মানুষকে দেখতে চায়, সে যেন ফুজাইল ইবনে ইয়াসারকে দেখে।" অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম সাদিক (আ.)-কে তাঁর গোসলের খবর দেওয়া হয়, তখন ইমাম বলেন: "আল্লাহ ফুজাইলের ওপর রহম করুন, সে তো আমাদের আহলুল বাইতেরই একজন ছিল।" লক্ষ্য করুন, মাসুমীনের রেওয়ায়াত বহনকারী এই বর্ণনাকারীর মর্যাদা কত উঁচুতে ছিল!

এই হাদিসটি বহু বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম সাদিক (আ.) জিজ্ঞেস করেন: "হে ফুজাইল! তোমরা কি একসাথে বসো এবং আমাদের হাদিস নিয়ে আলোচনা করো?" তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, আমি আপনার

জন্য উৎসর্গিত হই। ইমাম সাদিক (আ.) বললেন: "নিশ্চয়ই আমি এ ধরনের মজলিস পছন্দ করি।"

ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রিদা (আ.) বলেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো মজলিসে বসবে যেখানে আমাদের বিষয় ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, সেদিন তার অন্তর মরবে না— যে দিন সবার অন্তর মরে যাবে।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯, হাদিস নং ৩।] —অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। আর এই বিষয়ে মাসুমীনদের থেকে বহুসংখ্যক হাদিস আমাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।

আমরা এখন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব:

প্রথমত**:** আহলুল বাইত (আ.)-এর আম্‌র (নির্দেশ ও আদেশ) আসলে কী? ("তোমরা আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করো; আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করে।")

দ্বিতীয়ত**:** এই পুনরুজ্জীবন (ইহয়া) কী এবং কীভাবে মাসুমীনদের (আ.) আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়?

তৃতীয়ত**:** আহলুল বাইতের আম্‌র পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্র ও গণ্ডিগুলো কী কী?

প্রথমত**:** আহলুল বাইতের **'**আম্‌র**'** বা বিষয় কী**?**

এই শব্দটির ব্যাখ্যার জন্য আমাদের কোনো নিজস্ব আকলি ইজতিহাদ বা ধারণার প্রয়োজন নেই, কারণ আহলুল বাইত (আ.) নিজেই হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এর স্পষ্ট অর্থ বর্ণনা করেছেন। আল-হারাবী বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুসা আর-রিদা (আ.)-কে বলতে শুনেছি: "আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করো; আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আপনাদের আম্‌র কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে? তিনি বললেন: "আমাদের বর্ণিত জ্ঞান (রেওয়ায়াত ও হাদিস) শিক্ষা করা এবং তা মানুষকে শেখানোর মাধ্যমে; কারণ মানুষ যদি আমাদের হাদিসের সৌন্দর্য ও উত্তম দিকগুলো জানতে পারত, তবে

অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করত।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০, হাদিস নং ১৩।]

এটিই হলো আহলুল বাইতের 'আম্‌র'। তাঁদের আম্‌র কোনো জাগতিক পদ-পদবী বা ক্ষমতার আসন ছিল না; বরং আহলুল বাইত (আ.)-এর আম্‌র হলো স্বয়ং বিশুদ্ধ ইসলাম'। তাঁরা মহানবী (সা.) থেকে প্রাপ্ত ঐশী আমানত ও হাদিস মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এই শাশ্বত ইলমকে হেফাজত ও বর্ণনা করার মূল দায়ভার কেবল তাঁরাই বহন করেছেন; কারণ সাধারণ মানুষের মনগড়া মতামতের ওপর দ্বীন ছেড়ে দেওয়া হয়নি। উম্মতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক হেদায়েত ও হুকুম পাওয়ার একমাত্র উৎস ছিলেন মাসুমীনগণ (আ.)।

পরবর্তীতে কিছু লোক আল্লাহর বিধান ও হাদিসের নস বাদ দিয়ে নিজেদের ইজতিহাদ, রায়, কিয়াস এবং মনগড়া ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে দ্বীনের মাসআলা বয়ান করতে শুরু করে। তারা মাসুমীনদের কিতাব ও রেওয়ায়াত ত্যাগ করে দ্বীনকে নিজেদের মতামত অনুযায়ী পরিচালিত করতে চেয়েছিল। উপরন্তু, উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকরাও নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে এসব রায় ও কিয়াসকে ব্যবহার করে দ্বীনের সূচকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আহলুল বাইত (আ.)-এর মূল দায়িত্ব ছিল মনগড়া কিয়াস ও ইজতিহাদকে বর্জন করে নিজেদের বিশুদ্ধ হাদিস ও নসের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত সত্যকে সংরক্ষিত রাখা।

সুতরাং, আহলুল বাইতের 'আম্‌র' হলো: সব ধরনের রায়, কিয়াস, ইজতিহাদ এবং মানবসৃষ্ট ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত কেবল মাসুমীনদের (আ.) বিশুদ্ধ হাদিস ও রেওয়ায়াত।

আহলুল বাইতের প্রতিটি কর্ম ও বাণী ছিল কুরআনের প্রত্যক্ষ তাফসির। তাঁদের চরিত্র ও জীবন নিয়ে আলোচনা করা মানেই সুন্নাহ ও হাদিসের কথা বলা, কারণ তাঁরা ছিলেন সর্বতোভাবে নিষ্পাপ (মা'সুম); ফলে তাঁদের রেওয়ায়াত কখনো কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন: "তারা কখনো পরস্পর থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হয়।" [[বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০০, হাদিস নং ৫৯।] —অর্থাৎ তাঁদের প্রতিটি বাণী ও রেওয়ায়াতই ঐশী সত্য এবং কুরআনের মূল ব্যাখ্যা।

আর আহলুল বাইত (আ.) তাঁদের অনুসারী ও শিয়াদের কাছে তাঁদের এই 'আম্‌র' ও হাদিসকেই পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ দিয়েছেন: "তোমরা আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করো; আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করে।" আর যেমনটি ইমাম নির্দেশ দিয়েছেন, এই আম্‌র পুনরুজ্জীবিত

হয়— "আমাদের বর্ণিত ইলম ও হাদিস শিক্ষা করা এবং তা মানুষকে শেখানোর" মাধ্যমে। বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, মাসুমীনদের (আ.) জিকির এবং তাঁদের হাদিসের কিতাবসমূহকে মুছে ফেলা ও গোপন করার জন্য যুগে যুগে অজস্র বাতিল শক্তি কাজ করেছে। উমাইয়া ও আব্বাসী রাজন্যবর্গের মতো আহলুল বাইতের বিরোধী গোষ্ঠীগুলো সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছিল যেন মানুষকে তাঁদের নিষ্পাপ ইমামদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় এবং তাঁদের নির্দেশিত বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত যেন জনগণের কাছে না পৌঁছায়।

সে যুগে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)-এর থেকে কোনো একটি হাদিস বর্ণনা করার মূল্য দিতে হতো নিজের জীবন দিয়ে। মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের জারি করা ফরমান ছিল একেবারেই স্পষ্ট— যে ব্যক্তিই আমীরুল মু'মিনীন (আ.)-এর হাদিস বর্ণনা করবে, তার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, বায়তুল মাল থেকে তার জীবিকা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাকে হত্যা ও নির্মূল করা হবে।

অনুরূপভাবে, পরবর্তী সময়ে যে সকল শাসক ও স্বঘোষিত ফকিহ ক্ষমতায় এসেছে এবং আহলুল বাইতের বিরোধিতা করেছে, তারা তাদের সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করেছিল যাতে আহলুল বাইতের রেওয়ায়াত ও ইলম মানুষের সামনে আসতে না পারে।

অথচ আহলুল বাইত (আ.) নিজেদেরকে এই ঐশী রেওয়ায়াত ও সুন্নাহর আমানত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রব্বানী দায়িত্বপ্রাপ্ত মনে করতেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে প্রচারের প্রধান কেন্দ্রগুলো—যেমন জুমুআর মিম্বর, ইজতিহাদী ফতোয়া প্রদান এবং শিক্ষার কেন্দ্রগুলো ছিল মাসুমীনদের বিরোধীদের দখলে; যারা হাদিস ছেড়ে নিজেদের রায় ও কিয়াসের চর্চা করত। তার ওপর শাসকগোষ্ঠী আহলুল বাইতের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত এবং মাসুমীনদের রেওয়ায়াত জনগণের কাছে পৌঁছানোর পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াত। এমতাবস্থায় আহলুল বাইত (আ.)-এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক ঐশী পদ্ধতি নির্ধারণ করা, যার মাধ্যমে তাঁদের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা (রাবীগণ) নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং এই খাঁটি হাদিস ও ইলমকে পরবর্তী মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারেন।

সেই পথটি কী ছিল?

তারা প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির কাঁধে আহলুল বাইতের হাদিস ও আম্‌রকে সাহায্য করার এই খোদাঈ দায়িত্ব তুলে দেন— "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌র ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করে।"

এই আমানত সংরক্ষণের ধারায় ইমাম বাকির (আ.) ও ইমাম সাদিক (আ.)-এর যুগে ফুজাইল ইবনে ইয়াসার, জাবির আল-জু'ফী, জুরারাহ ইবনে আ'য়ান, আবু বাসীর, এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমের মতো জ ليل القدر রাবী ও আসহাবগণ মাসুমীনদের (আ.) মুখনিঃসৃত বাণী সরাসরি লিপিবদ্ধ করে 'উসুলু আরবাআমিআহ' (৪০০টি মৌলিক হাদিসগ্রন্থ) সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে শেখ কুলাইনী তাঁর 'আল-কাফী', শেখ সাদুক তাঁর 'মন লা ইয়াহদুরুহুল ফকীহ', এবং শেখ তুসী তাঁর 'তাহজীবুল আহকাম' ও 'আল-ইস্তিবসার'—এই 'কুতুবে আরবাআ' (চারটি মৌলিক সংকলন)সহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদিসগ্রন্থে তা মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত করে গেছেন।

মা'সুমীনগণ (আ.) মূলত আমাকে, আপনাকে এবং প্রতিটি মুমিনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই রাবী ও মুহাদ্দিসীনদের সংরক্ষিত রেওয়ায়াতসমূহকে ধরে রাখা ও প্রচার করার এক মহান দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। তাই আমরা যদি মাসুমীনদের কিতাব ও হাদিস আঁকড়ে ধরে তাঁদের পাশে না দাঁড়াই এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন না করি, তবে তাঁদের বর্ণিত এই বিশুদ্ধ ইলম ও সুন্নাহ পরবর্তী মানুষের কাছে পৌঁছাবে না।

এই ইবাদত ও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য প্রতিটি মুমিনকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমল ও ভূমিকা রাখতে হবে— "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্রকে পুনরুজ্জীবিত করে।

আমরা কীভাবে আহলুল বাইতের আম্র ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করব?

আহলুল বাইতের আম্র ও রেওয়ায়াতকে প্রধানত তিনটি পরিমণ্ডলে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে:

১. প্রথম পরিমণ্ডল: আহলুল বাইত (আ.)-এর অনুসারীদের (আশেকীন ও শিয়াদের) অভ্যন্তরীণ সমাজ।

২. দ্বিতীয় পরিমণ্ডল: সমগ্র মুসলিম উম্মাহ।

৩. তৃতীয় পরিমণ্ডল: সার্বজনীন মানবসমাজ।

এই তিনটি পরিমণ্ডল বা ধারাতেই মাসুমীনদের (আ.) সুনির্দিষ্ট হাদিস ও রেওয়ায়াতকে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

প্রথম পরিমণ্ডল: আহলুল বাইতের অনুসারী সমাজ

আহলুল বাইতের অনুসারী ও শিয়াদের মাঝে তাঁদের পথ কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে?

তাঁদের বর্ণিত হাদিস ও রেওয়ায়াতসমূহকে কোনো প্রকার রায় বা কিয়াস ছাড়া হুবহু প্রচার করা এবং তা বাস্তব জীবনে সরাসরি আমল করার জন্য সবাইকে বাধ্য ও অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হতে পারে; যাতে আহলুল বাইতের তাশায়্যু বা অনুসরণ কেবল নামকাওয়াস্তে বা সামাজিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং আহলুল বাইতের অনুসারী ব্যক্তি যেন কেবল মাসুমীনদের (আ.) বর্ণিত শরয়ী আহকামের ওপর আমল করে এবং অন্য কারো রায় বা ইজতিহাদ বর্জন করে চলে। এটিই মূলত প্রকৃত তাশায়্যু বা সালাসিক অনুসরণ। কারণ যাঁরা আহলুল বাইতের ইমামতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে সাথে মাসুমীনদের নির্দেশিত আমল ও হাদিসের প্রত্যক্ষ আনুগত্য থাকা অপরিহার্য ওয়াজিব।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন: "জেনে রাখো! প্রতিটি অনুসারীর মাসুম একজন ইমাম থাকেন, যাকে সে সরাসরি অনুসরণ করে এবং যাঁর বর্ণিত ইলম ও হাদিসের আলো থেকে আলোর দিশা লাভ করে।" [শারহু নাহজিল বলাগাহ — ইবনে আবিল হাদিদ আল-মু'তাজিলি, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ২০৫।]

মূল উদ্দেশ্য হলো মাসুমীনদের (আ.) সুনির্দিষ্ট হাদিস ও রেওয়ায়াতের একনিষ্ঠ অনুসরণ ও আনুগত্য। আহলুল বাইতের শিয়ারা যখন তাঁদের জিকিরের মজলিসে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের মাঝে আহলুল বাইতের রেওয়ায়াতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে, তখন এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায়— তারা কোনো ফকিহের নিজস্ব মত বা ইজতিহাদ নয়, বরং আলেম ও ফকিহদের কাজ থেকে সরাসরি মাসুমীনদের (আ.) বর্ণিত স্পষ্ট হাদিসের ওপর আমল করতে এবং তাঁদের সুন্নাহ গ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন: "যিনি আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁর আদেশ ও রেওয়ায়াতের আনুগত্য করেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাদের শিয়া হতে পারে না।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৬৭, পৃষ্ঠা ৯৭, হাদিস নং ৪।]

তিনি আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন: "আমি কেবল তারই ইমাম, যে আমার নির্দেশ ও হাদিসের আনুগত্য করে।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮০, হাদিস নং ৭৬।] —অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার বর্ণিত আহকামের আনুগত্য করবে, আমি তার

ইমাম। কিন্তু যে আমার রেওয়ায়াত মেনে চলে না, আমি তার ইমাম নই; সে যদি চিৎকার করে বলতেও থাকে যে 'ইমাম সাদিক আমার ইমাম', তবে সে মিথ্যাবাদী, তিনি তার ইমাম নন।

আমাদের প্রধান কিতাবসমূহে এমন বহু মুতাওয়াতির হাদিস রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে, তাশায়্যু (শিয়া হওয়া) কেবল অন্তরের দাবি বা ভালোবাসা প্রদর্শনের নাম নয়; বরং তা মাসুমীনদের (আ.) হাদিস অনুযায়ী বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আচরণগত আনুগত্যের নাম।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: "এমন ব্যক্তি আমাদের শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে এমন কোনো নগরে বসবাস করে যেখানে হাজার হাজার মানুষ থাকা সত্ত্বেও অন্য কেউ তার চেয়ে বেশি পরহেজগার ও পাপ থেকে সতর্ককারী হয়।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৬৫, পৃষ্ঠা ১৬৪, হাদিস নং ১৩।] —এর অর্থ হলো: আহলুল বাইত (আ.) যেমন ছিলেন বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠতম মা'সুম ও তাকওয়ার আদর্শ, ঠিক তেমনই অন্যান্য মানুষের তুলনায় তাঁদের হাদিসের অনুসারীদের হওয়া উচিত সর্বাধিক খোদাভীরু, পরহেজগার এবং রেওয়ায়াতের পূর্ণ অনুসরণে শ্রেষ্ঠ।

কিছু মানুষ বিভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সে আহলুল বাইতের অনুসারী হওয়ার কারণে কেয়ামতের দিন তার সাথে আমলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে; অথচ মাসুমীনদের (আ.) হাদিস এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ দেয়।

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর অন্যতম প্রধান বর্ণনকারীকে লক্ষ্য করে বলেন: "হে মুফাদ্বাল! মন্দ কাজ যার দ্বারাই হোক না কেন তা মন্দ, কিন্তু তোমার থেকে হলে তা আরও বেশি মন্দ— আমাদের সাথে তোমার সম্মানের সম্পর্কের কারণে। আর ভালো কাজ যার দ্বারাই হোক না কেন তা ভালো, কিন্তু তোমার থেকে হলে তা আরও বেশি উত্তম— আমাদের সাথে তোমার সম্মানের সম্পর্কের কারণে।" সুতরাং, আহলুল বাইতের নামধারী অনুসারীদের বোঝা উচিত যে, মাসুমীনদের (আ.) হাদিস ও রেওয়ায়াতের সাথে সম্পর্কিত হওয়া তার কাঁধে আমল ও আচরণের দিক থেকে এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করে।

বিদেশে পড়ালেখা করতে যাওয়া এক যুবক আমাকে বলছিল— সেখানকার পরিবেশ, প্রলোভন ও দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার যেসব উপায় রয়েছে তা তো আপনারা জানেনই। তবে সে বলল: একটি বিষয় আমাকে রক্ষা করতে এবং সৎপথে অবিচল রাখতে সাহায্য করেছিল। সেটা কী? সে বলল: যখনই আমার সামনে কোনো গোনাহ বা নাফরমানির সুযোগ আসত, তখনই আমি আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আলী (আ.),

ইমাম হোসাইন (আ.) কিংবা ইমাম সাদিক (আ.)-এর নসিহত ও হাদিসের কথা স্মরণ করতাম; এরপর নিজের প্রতি নিজে লজ্জিত হতাম। আমি মাসুমীনদের (আ.) হাদিসের অনুসারী হয়ে কীভাবে এমন পাপ ও বিচ্যুত কাজ করতে পারি?

এ কারণেই যে বিশুদ্ধ হাদিসগুলো মহান আল্লাহর এই আয়াতের তাফসির করে:)وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ("বলুন: তোমরা আমল করতে থাকো, আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ তোমাদের আমল পর্যবেক্ষণ করবেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১০৫।]

—আমাদের প্রধান হাদিসের কিতাবসমূহে সুনির্দিষ্ট নস এসেছে যে, উক্ত আয়াতে 'মুমিনগণ' বলতে একচেটিয়াভাবে কেবল নিষ্পাপ ইমামদের (আ.) নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি যখনই কোনো কাজ করবেন, আপনাকে হাদিসের নিরিখে বিশ্বাস রাখতে হবে যে মাসুমীনগণ (আ.) আপনার প্রতিটি আমলের খবর রাখেন এবং তা তাঁদের সামনে পেশ করা হয়।

আমাদের কুতুবে আরবাআ ও রেওয়ায়াত সূত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, আমাদের বর্তমান ইমাম ও জামানার মালিক হযরত সাহিবুজ জামান (আজ্জ.) প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে মানুষের—বিশেষ করে তাঁর শিয়া ও অনুসারীদের আমলনামা ও কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তাই আপনি যে কাজই করেন না কেন, মাসুমীনদের (আ.) হাদিসের ওপর বিশ্বাস রেখে মনে এটি সদা বজায় রাখুন যে ইমাম (আ.) আপনাকে সরাসরি দেখছেন।

আর এই সত্য বিশ্বাসটি একজন অনুসারীকে তার বাস্তব জীবনে এবং চালচলনে কেবল হাদিস অনুযায়ী জীবনযাপনের এক মহান দায়িত্ববোধ এনে দেয়।

সুতরাং, আহলুল বাইতের অনুসারীদের মাঝে তাঁদের আম্‌র ও পথ পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র অর্থ হলো— রায়, কিয়াস ও মানবসৃষ্ট ফতোয়া বর্জন করে তাঁদের বর্ণিত হাদিসের হুবহু অনুকরণ করা, সালাসিক আনুগত্য করা এবং তাঁদের নির্দেশিত আহকাম মেনে চলা।

তাই এসব জিকিরের মজলিস যখন পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা এসব দিবসে একত্র হই, তখন এগুলোকে আমাদের জন্য দ্বীনের শরয়ী আহকাম এবং আহলুল বাইতের হাদিসের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ও একনিষ্ঠ অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার তাগিদ বানাতে হবে।

দ্বিতীয় পরিমণ্ডল: সাধারণ উম্মাহ ও ইসলামী সমাজ

আহলুল বাইত (আ.) কেবল কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র সম্পত্তি নন। তাঁদের বর্ণিত হাদিস ও সুন্নাহর শিক্ষা পুরো উম্মতে ইসলামীর জন্য, কারণ তাঁরাই সমস্ত মানুষের জন্য খোদাঈ পথপ্রদর্শক। অতএব, সাধারণ উম্মাহর মাঝেও আহলুল বাইতের হাদিস ও তা'লীমাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। উম্মতে ইসলামীর প্রতিটি সন্তানের জানা উচিত মাসুমীনদের (আ.) বর্ণিত বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ।

এ কারণেই ইমাম আর-রিদা (আ.) জোর দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন: "আমাদের বর্ণিত ইলম ও হাদিস শিক্ষা করা এবং তা মানুষকে শেখানো। " কেন? "কারণ মানুষ যদি আমাদের হাদিসের সৌন্দর্য ও উত্তম দিকগুলো জানতে পারত, তবে অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করত। "

সুতরাং, আহলুল বাইত (আ.)-এর জীবনচরিত ও রেওয়ায়াত যদি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের মাঝেও যদি তাঁদের হাদিসের আলো ছড়িয়ে পড়ে, তবে মানুষকে আহলুল বাইতের সত্য পথের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

তবে আহলুল বাইতের হাদিস পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মাসুমীনদের নির্দেশিত হিকমা ও উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে:

(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)

"আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। " [সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫।]

এই কারণেই মুদরিক আল-হাজহাজ বর্ণনা করেন, ইমাম সাদিক (আ.) আমাকে বলেছিলেন: "আমাদের সঙ্গীদের আমার সালাম ও আল্লাহর রহমত-বরকত পৌঁছে দিও এবং তাদের বলো: আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে মানুষের ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যকে আমাদের দিকে টেনে আনে; ফলে সে যেন মানুষের কাছে তাদের বোধগম্য ও ধারণক্ষম হাদিসগুলো আলোচনা করে এবং যেসব কঠিন রেওয়ায়াত তারা অস্বীকার বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে তা এড়িয়ে চলে। " [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫, হাদিস নং ৪।] —অর্থাৎ মাসুমীনদের আমালিয়াত ও সুন্দর চরিত্র বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসাকে আহলুল বাইতের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদের গ্রহণের সক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলুন। মানুষের কাছে এমন গূঢ় বা জটিল হাদিস আলোচনা করা মোটেও ঠিক নয় যা শুনে তারা দূরে সরে যায় বা অস্বীকার করে বসে; এটি তাকিয়্যাহর নীতির পরিপন্থী। যা তারা সহজে মেনে নিতে পারে না তা তাদের কাছে বলবেন না। আর যদি এমন কোনো রেওয়ায়াত থাকে যা না বোঝার কারণে তারা অস্বীকার করছে, তবে আগে তাদের

অজ্ঞতা দূর করুন এবং তারপর কেবল তা বর্ণনা করুন। তাই যাঁরা এসব মজলিসে মাসুমীনদের হাদিস বর্ণনা করেন, তাঁদের সতর্ক থাকা উচিত যে— তাঁদের বক্তব্য কেবল নিজেদের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; সুতরাং উপস্থাপনা এমন হতে হবে যা অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তা না হলে, এমন কোনো কঠিন ও গোপন রেওয়ায়াত প্রকাশ করে ফেললে যা তারা বুঝতে সক্ষম নয়, আপনি অজান্তেই মাসুমীনদের (আ.) ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন।

জাবির আল-জু'ফী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন: "আমি যুবক বয়সে আবু জাফর (ইমাম বাকির আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কে? আমি বললাম: আমি কুফার অধিবাসী, মাসুমীনদের হাদিস অর্জনের জন্য আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আমাকে একটি বই দিলেন এবং বললেন: যদি তুমি বনী উমাইয়াদের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই বইয়ের হাদিসগুলো কারও কাছে প্রকাশ করো, তবে তোমার ওপর আমার এবং আমার পূর্বপুরুষদের অভিশাপ। আর বনী উমাইয়াদের পতনের পর যদি তুমি এর কোনো কিছু গোপন করো, তবে তোমার ওপরও আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের অভিশাপ।" [14] [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭০, হাদিস নং ২৮।]

এর অর্থ হলো— মাসুমীনদের (আ.) বাণী ও হাদিস বর্ণনা করার সময় আপনাকে কঠোরভাবে স্থান-কাল-পাত্র এবং 'তাকিয়্যাহ'র বিধান বিবেচনা করতে হবে। ইমাম নিজেই তাঁকে কিতাবটি দিয়েছিলেন, কিন্তু আবার এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সেই সময়টি ঐ রেওয়ায়াতগুলোর জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই মানুষকে সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে কথা বলতে হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে এসেছে: "আমরা নবীসমাজ, মানুষকে তাদের আকোল (বুদ্ধিমত্তা ও বোধগম্যতা)-এর স্তর অনুযায়ী কথা বলতে আদিষ্ট হয়েছি।" [15] [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫, হাদিস নং ৭।]

পরিস্থিতি উপযুক্ত হোক বা না হোক, অপরপক্ষ বুঝুক বা না বুঝুক— যেকোনো জায়গায় মাসুমীনদের (আ.) কঠিন বা গোপন রেওয়ায়াত বলে ফেলা একটি মারাত্মক ভুল ও অপরাধ। ইমাম সাদিক (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমরা আমাদের সৌন্দর্য ও অলংকার হও, আমাদের জন্য লজ্জা বা অপবাদের কারণ হয়ো না।"

সুতরাং আহলুল বাইতের ধারার দ্বীনি বয়ান ও হাদিস প্রচারণায় এই তাকিয়্যাহ ও মার্জিত দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ওয়াজিব; যাতে পুরো মুসলিম বিশ্বের কাছে আহলুল বাইতের আসল বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা কার্যকর

ভূমিকা রাখতে পারে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বহু মুসলিমের কাছে আহলুল বাইতের বিশুদ্ধ হাদিস ও শিক্ষার বার্তা পৌঁছায়নি। কোথায় মাসুমীনদের বর্ণিত সেই মহান হাদিসসমূহ?! কোথায় তাঁদের রেওয়ায়াতের কিতাবসমূহ?! 'নাহজুল বলাগাহ' এবং 'সহিফা সাজ্জাদিয়াহ'-এর মতো ঐশী বাণীর রত্ন ভাণ্ডার প্রতিটি মুসলিমের কাছে পৌঁছানো উচিত। ঠিক একইভাবে মাসুমীন আহলুল বাইতের আসল জীবনচরিত ও সুন্নাহ প্রতিটি মুসলিমের সামনে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক।

কে এই দায়িত্ব বহন করবে**?**

আহলুল বাইতের হাদিসের অনুসারীরাই এই খোদাঈ আমানত বহনের প্রধান যোগ্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। "অতীতে আসহাবুল আখবার ও পূর্বসূরি শিয়াগণ তাঁদের প্রাণ, জীবন, রক্ত ও সম্পদ বিসর্জন দিয়েছেন— যেন তাঁরা মাসুমীনদের (আ.) বর্ণিত হাদিস ও রেওয়ায়াতগুলোকে জালিয়াতদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং তা পরবর্তী মুমিনদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। আজ আমরা মাসুমীনদের এই রেওয়ায়াত ও কুতুবে আরবাআ-র বিপুল ইলমি আমানতদার। এগুলো কেবল জমা করে রাখা, তাকে বাক্সে বন্দি করে রাখা বা বইয়ে লিখে রেখে দেওয়ার জন্য নয়; বরং মাসুমীনদের (আ.) নির্দেশের আলোকে তা প্রচার করা এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল দায়ভার, ইমাম রেজা (আ) বলেন" *"কারণ মানুষ যদি আমাদের হাদিসের সৌন্দর্য ও উত্তম দিকগুলো জানতে পারত, তবে অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করত।"[মাআনি আল-আখবার , : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮০],*

তৃতীয় পরিমণ্ডল**:** সার্বজনীন মানবসমাজ

আজকের বিশ্বে সর্বত্র এক সচেতনতার আবহ বিরাজমান, যা মানুষের সহজাত ফিতরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধসমূহকে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। আর এটি আহলুল বাইত (আ.)-এর পবিত্র বাণী ও হাদিস বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত সময়।

বিশ্বের মানুষ আজ কোন্ মূল্যবোধ ও নীতিগুলো নিয়ে কথা বলছে?

তারা কথা বলছে 'মানবাধিকার' নিয়ে। অথচ আমাদের মাসুমীনদের (আ.) হাদিস ও রেওয়ায়াতে মানবাধিকার সম্পর্কিত অভূতপূর্ব ও মহান সব ঐশী বিধান সুষ্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টান লেখক জর্জ জুরদাক পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)-কে নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল *(আলী ও মানবাধিকার)*। এই বইটিতে ইমামের জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ উঠে এসেছে—এ বিষয়ে তাঁর পুরো রেওয়ায়াত বা সমস্ত হাদিস সেখানে নেই। অথচ যদি মাসুমীনদের (আ.) বর্ণিত হাদিস ও রেওয়ায়াত বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হতো, তবে মানুষ জানতে পারত আহলুল বাইতের হাকিকত ও মর্যাদা আসলে কতটা সুউচ্চ।

আজকের বিশ্ব মানবতা, মুক্তি ও সুশাসনের কথা বলে। অথচ আমাদের মাসুমীনদের (আ.) সুনির্দিষ্ট হাদিস ও রেওয়ায়াতে সুবিচার, জীবনের নিরাপত্তা ও কল্যাণের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ঐশী বিধানগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এমনকি মানুষ আজ যেসব সামাজিক বা পরিবেশগত বিষয় নিয়ে কথা বলছে—আহলুল বাইতের হাদিসের কিতাবসমূহে চোখ রাখলে দেখতে পাবেন, মাসুমীনগণ (আ.) কীভাবে এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তাঁদের রেওয়ায়াতে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

অতএব,ইমাম জাফর আস-সাদিকআলাইহিস সালাম বলেছেন:

> **"**এমন কোনো বিষয় নেই**,** যার সিদ্ধান্ত বা বিধান কিতাব **(**কুরআন**)** কিংবা সুন্নাহর **(**হাদিস**)** মধ্যে বিদ্যমান নেই।**"**
>
> *(*রেফারেন্স*:* আল-কাফী*,* শেখ কুলাইনী*,* খণ্ড ১*, '*কিতাব ফাদলিল ইলম*',* অধ্যায়*: '*আল-রুদ আল ইলিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*',* হাদিস ১*;* মু*'*জামুল আহাদীসিল মু*'*তাবারাহ*,* মুহাম্মদ বাকির আল-বহবুদী*,* খণ্ড ২*,* অধ্যায় ২*,* হাদিস ১*)*

এখন মূল বিষয় হলো**:**

এই সুনির্দিষ্ট নস ও হাদিসগুলো কে প্রচার করবে? কে তা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবে? এবং মানবজাতির সামনে কে এই মহান ঐশী শিক্ষা উন্মোচন করবে?

এটি আহলুল বাইতের হাদিসের অনুসারীদেরই মূল ওয়াজিব দায়িত্ব। আমাদের দায়িত্ব কেবল আহলুল বাইতের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; এবং কেবল নিজেদের পরিমণ্ডলে তাঁদের নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়। বরং পুরো

বিশ্বের সামনে সত্য ও খাঁটি উপায়ে মাসুমীনদের (আ.) জীবনচরিত ও রেওয়ায়াত তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য।

জাপানের একজন শিক্ষিত লেখিকা ও সংস্কৃতি অনুরাগী নারী মিসরের সুপরিচিত লেখিকা আয়েশা বিনতুশ শাতির বিখ্যাত গ্রন্থ *(সাইয়্যিদাতু বাইতিন নবুওয়াহ)* অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ করার সময় হযরত ফাতিমাতুজ যাহরা (আ.)-এর জীবনীসংক্রান্ত অংশটি অনুবাদ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এই বিষয়টি লিখে গেছেন এবং কায়রোর সংবাদপত্রগুলোতে তা প্রচারিত হয়েছে। বিনতুশ শাতির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশের সময় 'আল-হাইয়াত' পত্রিকাও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিল।

সেই জাপানি লেখিকা তাঁর লেখায় বলেছেন: *"আমি যখন হযরত যাহরা (আ.)-এর জীবনীসংক্রান্ত অংশটি অনুবাদ করছিলাম, তখন চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমি কাঁদছিলাম আর অনুবাদ করছিলাম। আমি স্পষ্ট অনুভব করছিলাম যে, আমার আবেগ, মন-মানসিকতা ও বিবেক হযরত ফাতিমাতুজ যাহরার পবিত্র জীবনে যা পড়ছি তার সাথে সম্পূর্ণ সুর মেলাচ্ছে..."* —আর এভাবেই তিনি ইসলামের হেদায়েত লাভ করেন।

তিনি ইসলামের হেদায়েত লাভ করেছেন কারণ তিনি হযরত ফাতিমাতুজ যাহরা (আ.)-কে নিয়ে লেখা বইয়ের কেবল একটি অধ্যায় পাঠ করেছিলেন। তাহলে চিন্তা করুন—যদি আহলুল বাইত (আ.)-এর পবিত্র জীবনচরিত ও রেওয়ায়াতসমূহ বিশ্ববাসীর সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা হতো এবং তাঁদের জীবন নিয়ে প্রামাণ্য রূপ তৈরি করা হতো, তবে এর প্রভাব কত বিস্ময়কর হতো! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্ববাসীর সামনে—যারা কোনোপ্রকার মাযহাবগত হিংসা বা গোঁড়ামিতে লিপ্ত নয় এবং সত্যকে গ্রহণ করতে চায়—তাদের কাছে আহলুল বাইতের জীবন, সংগ্রাম ও বিশুদ্ধ হাদিস যদি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়, তবে তারা অবশ্যই আহলুল বাইত (আ.)-এর আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হবে।

অতএব, বিশ্ববাসীর কাছে আহলুল বাইতের এই বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত ও জীবনী পৌঁছে দেওয়ার দায়ভার কার?

আমাদের 'মাকতাব-এ সাকোলাইন' টিমের মূল লক্ষ্য ও অঙ্গীকার ঠিক মাসুমীনদের (আ.) সেই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও রেওয়ায়াতসমূহকে বিকৃতিমুক্তভাবে সাধারণ ও সর্বজনীন মানবের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া। তাই আহলুল বাইতের এই মহান মিশন ও দাওয়াতকে

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে আমাদের পাশে দাঁড়ানো এবং সাপোর্ট করা আপনার ও প্রতিটি সচেতন মুমিনের এক নৈতিক ও শরয়ী দায়িত্ব।

আমাদের পূর্বপুরুষ ও প্রবীণ মুমিনগণ—আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন—সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন; আর যখনই তাঁদের কেউ কোনো সম্পদের মালিক হতেন, তা আহলুল বাইত (আ.)-এর জিকির ও হাদিস চর্চার জন্য ওয়াকফ করে দিতেন। কেন তাঁরা তা ওয়াকফ করতেন?

কারণ তারা নিজেদের কেবল জীবদ্দশায় নয়, বরং মৃত্যুর পরেও আহলুল বাইতের নির্দেশ ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত রাখার জন্য দায়বদ্ধ মনে করতেন; যাতে তা সদকা-ই জারিয়া হিসেবে জারি থাকে। তাঁরা আহলুল বাইতের জিকিরকে জীবন্ত রাখতে ওয়াকফ করতেন। তাঁরা তাঁদের খোদাঈ দায়িত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী রেওয়ায়াতের খেদমত করে গেছেন।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব আরও অনেক বড় এবং প্রচারের সুযোগ-সুবিধাও ব্যাপক। তাই এই বিশেষ বরকতময় মুহূর্তগুলো যখন আসে, তখন আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা চালানো ওয়াজিব; কারণ মহররমের এই দিনগুলো হলো আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসার ও তাঁদের হাদিস পুনরুজ্জীবিত করার দিন। হিজরী বছরের সূচনার এই ১০টি দিনের আহ্বান ও প্রতিধ্বনি বিশ্বজুড়ে বিশাল ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া উচিত।

কোনো ছোট মজলিসে সামান্য কয়েকজন মানুষ বসে আহলুল বাইতকে নিয়ে আলোচনা করলাম—আজ থেকে এক শতাব্দী আগে হয়তো এটি আমাদের দায়িত্বমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বর্তমান যুগে কেবল এতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আশুরার দিনে কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডির মানুষের মাঝে ইমাম হোসাইন (আ.)-কে নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং পুরো মানবজাতির হৃদয়জুড়ে আব্বা আবদিল্লাহ আল-হোসাইন (আ.)-এর স্মরণ জাগ্রত করা এবং তাঁর রেওয়ায়াত পৌঁছে দেওয়া উচিত।

আর এটি করা সম্পূর্ণ সম্ভব; কারণ প্রচারের মাধ্যম উন্মুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও বিদ্যমান। মাসুমীনদের (আ.) বিশুদ্ধ হাদিস ও শিক্ষা আমাদের কিতাবসমূহে রক্ষিত আছে এবং প্রয়োজনীয় সামর্থ্যও রয়েছে—ঘাটতি কেবল এই খোদাঈ আমানতের দায়িত্ববোধটুকু কাঁধে তুলে নেওয়ার এবং যৌথভাবে এই খেদমতে একে অপরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে।

কারো যেন মনে না হয় যে, এই উপলক্ষে দায়িত্ব পালন করার অর্থ কেবল এতটুকু—যার একটি ওয়াকফকৃত ইমামবাড়া বা আযাখানা রয়েছে, সে সেখানে একটি মাতম বা শোকসভার আয়োজন করে ফেলল যেখানে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র মানুষ উপস্থিত হলো; কিংবা খাওয়ার মতো কেউ না থাকলেও কেবল তাবাররুক বা খাবারের আয়োজন করে রাখা হলো।

বরং আসল ওয়াজিব দায়িত্ব হলো: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌র ও হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করে" এবং "মানুষ যদি আমাদের হাদিসের সৌন্দর্য ও উত্তম দিকগুলো জানতে পারত, তবে অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করত।"

সুতরাং কেবল নির্দিষ্ট ইমামবাড়া বা আযাখানার চারদেওয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে, পুরো বিশ্বের সামনে আহলুল বাইতের রেওয়ায়াত, ইলম ও জীবনচরিত উপস্থাপন করার জন্য আমরা দায়ী। এটি একটি সরাসরি শরয়ী দায়িত্ব, যা আমাদের জন্য সম্মান ও শক্তি বয়ে আনে।

আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে—আমরা মাসুমীনদের (আ.) বিশুদ্ধ হাদিস ও আমানতের ওপর অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের মাযহাবের বিরুদ্ধে করা অপপ্রচারের কারণে বিশ্বজুড়ে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে রয়েছে। আর এর দায় আমাদের বিরোধীদের ওপর চাপানো যায় না; কারণ তাদের থেকে তো এমনই প্রত্যাশিত। বরং আসল দোষ আমাদেরই: কেন আমরা তাদের সামনে ময়দান খালি ফেলে রাখছি, যাতে তারা হাদিস ছেড়ে নিজেদের রায় ও কিয়াসের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পায়; অথচ আমাদের কুতুবে আরবাআ-তে রয়েছে মাসুমীনদের নস ও সুস্পষ্ট সত্যসমূহ?

আমরা এখন আর এটি বলে অজুহাত দিতে পারি না যে আমাদের সামর্থ্য নেই কিংবা আমরা কী-ই বা করতে পারি! কারণ আজ বিশ্ব সবার জন্য উন্মুক্ত এবং রেওয়ায়াত পৌঁছানোর মাধ্যমও বহুবিধ। আমাদের কাজ কেবল কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং পুরো বিশ্ব আমাদের সামনে রয়েছে।

আমাদের অবশ্যই এই খোদাঈ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের মাসুম ইমামদের সামনে লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ যারা আহলুল বাইত ছাড়া অন্যদের অনুসারী, তারা তাদের কিয়াস ও কল্পিত কাহিনি দিয়েও ফজিলত ও কেরামত ছড়িয়ে দিচ্ছে; অথচ আমাদের কাছে কিতাবসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে নিখাদ ও সুনিশ্চিত হাদিস—তাহলে আমরা কেন তা প্রকাশ করছি না?

আর আশুরার এই দিনগুলো হলো আহলুল বাইতের আম্‌র ও রেওয়ায়াতকে পুনরুজ্জীবিত করার মৌসুম। এই প্রথা বা অনুষ্ঠানগুলো আমরা নিজেরা ইজতিহাদ করে তৈরি করিনি; বরং আহলুল বাইত (আ.) নিজেই হাদিসের মাধ্যমে এর ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের কথা ও কাজ আমাদের কাছে চূড়ান্ত ঐশী দলিল (হুজ্জাত)। তাঁরা আমাদের এসব দিবস পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমরা তা সরাসরি মেনে চলতে বাধ্য। তাঁদের রেওয়ায়াত থেকে এই স্মৃতিকে স্মরণ করা, ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মসিবতে ক্রন্দন করা এবং এই ট্র্যাজেডি ও জুলুমের ইতিহাসকে অমর করে রাখার বিস্তারিত নির্দেশনা আমাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

কেন?

কারণ এটি তাঁদের রেওয়ায়াত ও আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যেই কাজ করে— "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের আম্‌রকে পুনরুজ্জীবিত করে।"

উপসংহার

পরিশেষে, আহলুল বাইত (আ.)-এর পবিত্র বাণী, বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত এবং মহান শিক্ষা কেবল নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা আযাখানার চারদেওয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়। অতীতে আসহাবুল আখবার ও প্রবীণ মুমিনগণ নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করে মাসুমীনদের (আ.) নস ও সুন্নাহকে যেভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে আজকের আধুনিক যুগে সেই খোদায়ী আমানতকে বিশ্বমানবের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের ওপর এক অর্পিত শরয়ী ও নৈতিক দায়িত্ব।

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে আমাদের বিষয়কে পুনরুজ্জীবিত করে"—ইমামগণের এই অমিয় আহ্বানকে হৃদয়ে ধারণ করে নিজেদের জ্ঞান জাহির করার পরিবর্তে সরাসরি কিতাবুল্লাহ ও মাসুমদের (আ.) বিশুদ্ধ হাদিস তুলে ধরাই হোক আমাদের মূল ব্রত। আসুন, আমরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অবস্থান থেকে এই মহৎ খেদমতে এগিয়ে আসি, যেন আশুরা ও মহররমের আসল বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি সত্যসন্ধানী মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হয় এবং আমরা ইমামে জামানা (আ.)-এর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই।